প্রথম আলো

তারিখ ... 6 JUN 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৪ ...

পাঠশালায় শিশুদের সঙ্গে মাহফুজুর রহমান। সম্প্রতি তোলা ছবি ● প্রথম আলো

মাহফুজুরের পাঠশালা

ড্রিঞ্জা চাম্বুগং ●

'স্কুলে যাওয়ার বয়স তাদের। অথচ তারা সারা দিন রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়ায়। ভাবলাম তাদের জন্য কিছু করা যায় কি না? একদিন এ রকম ছয়-সাতটি শিশুকে রাস্তা থেকে ডেকে আনলাম। কিছু খেতে দিয়ে জানতে চাইলাম, আমি যদি তাদের পড়াই, তাহলে তারা পড়বে কি না? শিশুরা একবাক্যে রাজি হয়ে গেল। এভাবেই যাত্রা শুরু হলো উন্মেষ পাঠশালার।'

উন্মেষ পাঠশালার শুরু সম্পর্কে বললেন এর প্রতিষ্ঠাতা মো. মাহফুজুর রহমান। উত্তরা ১১ নম্বর সেক্টরের ৪ নম্বর সড়কের ১৭ নম্বর বাড়ির গ্যারেজের এক পাশে চলে এই পাঠশালার কার্যক্রম। ২০১২ সালের সেপ্টেম্বরে চালু হয়েছে পাঠশালাটি।

পাঠশালায় বর্তমানে বিনা বেতনে পড়াশোনা করে ৯২টি সুবিধাবঞ্চিত শিশু। চারটি ভাগে (শিফট) ভাগ করে তাদের প্রাক্-প্রাথমিক থেকে তৃতীয় শ্রেণির বই পড়ানো হয়। এক ভাগের ক্লাস শেষ হওয়ার পর অন্য ভাগের ক্লাস শুরু হয়। শিশুদের বিনা মূল্যে পোশাক, বইসহ প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ দেওয়া হয়।

মাহফুজুর বললেন, ২০১২ সালে তিনি তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে এই বাড়িতে চাকরি শুরু করেন। খুব বেশি কাজ থাকত না। সারা দিন শুয়ে-বসে দিন কাটাতেন। একসময় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো শিশুদের জন্য কিছু করতে মন চাইল তাঁর। তিনি বলেন, 'শিশুরা পড়তে রাজি হওয়ার পর পরদিন বর্ণমালার কিছু বই আর কায়দা কিনে আনি। সকালে শিশুদের কায়দা পড়াতাম আর দুপুরে অক্ষরজ্ঞান দিতাম। এভাবেই শুরু হলো পাঠশালার কার্যক্রম।'

মাহফুজুরের গ্রামের বাড়ি কিশোরগঞ্জে। দারিদ্র্যের কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি পার হতে পারেননি তিনি।

মাহফুজুর বলেন, 'প্রথমদিকে একজন শিশুর মাধ্যমে আরেকজনকে নিয়ে আসতাম। তাদের জন্য টিফিনের ব্যবস্থা করতাম। এতে শিশুরা আরও আগ্রহী হয়। চালুর তিন মাসের মধ্যেই শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৪ হয়ে যায়। তারপর থেকে প্রতিবছর শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে।'

বাড়ির মালিক তাঁর গ্যারেজে শিশুদের পড়াশোনা করতে দিতে রাজি হবেন কি না, এ নিয়ে প্রথমে সংশয় ছিল মাহফুজুর রহমানের মনে। কিন্তু বাধা তো নয়, উল্টো সাহস মিলল বাড়ির মালিকের কাছ থেকে। পাঠশালার নামটিও দিয়েছেন তিনি। আর আগ্রহ দেখালেন মালিকের বোনও। মাহফুজুর বলেন, 'স্যারের বোন বললেন, "চাচা, আপনি তো ভালো কাজ করছেন। আমি আপনাকে সাহায্য করব।" আর স্যার বললেন, "ভালো কাজ, করতে পারলে করো। আমার আপত্তি নেই।"'

এই কাজে সহায়তার জন্য নিজ থেকে কারও কাছে হাত পাতেননি মাহফুজুর। কাজ দেখেই অনেকে নিজ উদ্যোগে সহায়তায় এগিয়ে এসেছেন। তাঁদের সহায়তায় চলছে পাঠশালা। ২০১৪ সাল থেকে সাজেদুল ইসলাম নামের একজন প্রকৌশলী সহায়তা করে আসছেন। পাঠশালার তিনজন শিক্ষকের সম্মানী তিনি দেন।

মাহফুজুর জানান, তিনজন শিক্ষক সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সহায়তার উদ্দেশ্যেই মূলত এখানে কাজ করেন। তারপরও দুজন শিক্ষককে তিন হাজার টাকা করে এবং একজন শিক্ষককে দুই হাজার টাকা সম্মানী দেওয়া হয়।

সম্প্রতি সরেজমিনে দেখা যায়, ৮-১০ জন শিশু নিজেদের মতো করে পড়ছে। তখনো স্কুলের সময় হয়নি। একটু পরে পাঠশালায় আসেন শিক্ষিকা মাহমুদা আক্তার। তিনি অনার্সে পড়াশোনার পাশাপাশি এখানে শিশুদের পাঠদান করেন। মাহমুদা জানান, শিশুদের পড়াশোনার আগ্রহ অনেক। উপস্থিতির হারও বেশি।

মাহফুজুর বলেন, ক্লাস শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি শিশুদের পাঠদান করেন।

বাড়ির মালিক মঈন আহমেদ বলেন, শিক্ষকদের বেতনের দায়িত্ব কোনো প্রতিষ্ঠান বহন করলে আরও শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হতো।